কমলকুমার মজুমদার: জীবন ও সাহিত্য

হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

লিইবার ফিয়েরা

রফিক কায়সার
বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কমলকুমার চর্চার দুই পথিকৃতকে

ভূমিকা

নিছক ব্যক্তিগত মুগ্ধতা ও কৌতূহলে কমলকুমার মজুমদার আর কী লিখেছেন ‘গল্প সংগ্রহ’ ছাড়া খোঁজ করতে করতে একসময় কমলকুমারের প্রায় সব প্রকাশিত লেখা হাতে চলে আসে, তখন আমি নিতান্তই কলেজ ছাত্র। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালীন; হাতের নাগালে কলকাতা, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কবি সুব্রত চক্রবর্তীর স্ত্রী মালা চক্রবর্তী, তাঁর আগলে-রাখা কমলকুমার সম্পর্কিত দুর্লভ সামগ্রী, লেখাপত্র, আমার সংগ্রহকে পরিপুষ্ট করে। এতটাই কমলকুমারে মেতে উঠি, সহপাঠী শিক্ষক গবেষক প্রত্যেকের কাছে আমার পরিচিতি হয়ে ওঠে কমলকুমার পাগল। পরের বছর অনিশ্চয় চক্রবর্তী পড়তে এলে, স্বপন পান্ডা গবেষক হয়ে এলে, আমার পাগলামি তুঙ্গে ওঠে। সহপাঠী শিক্ষক গবেষক সিনিয়ার জুনিয়রদের তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত করানোই আমাদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। একমাত্র অবন্তীকুমার সান্যাল ছাড়া কোনো অধ্যাপকই কমলকুমার পড়েননি সেসময়, নামও জানতেন না সম্ভবত। না জানাই স্বাভাবিক, কমলকুমার এমন কিছু প্রচারধন্য লেখক নন, আর অধ্যাপক মানেই সবজান্তা হবেন তাও নয়। কিন্তু তাঁরা নিজেদের অজ্ঞতাকে অবজ্ঞা দিয়ে পূরণ করছিলেন। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ইত্যাদি বিষয়ে আমার মোহভঙ্গ হয়েছিল অচিরেই। যে সর্বগ্রাসী খিদে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা, তা, প্রতি পদে পদে, নষ্টবিনষ্ট হচ্ছিল। অধ্যাপক-ছাত্রের যে চিরায়ত বিন্যাস রচিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে, সেটি প্রথম থেকেই বেসুরো ছিল আমার ক্ষেত্রে। তার প্রভাব পড়ে পরীক্ষার ফলে।

প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নিয়েই প্রতিষ্ঠানের অবজ্ঞা প্রতিরোধ করবো, এই জেদে ঠিক করলাম কমলকুমারই হবে আমার পিএইচডি-র বিষয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এসব লক্ষ্যও ছিল না, উপলক্ষ্যও ছিল না। মজা মারতে এসে গোঁসাই বনে যাওয়ায় দেখছি অনভ্যাসের ফোঁটাটি কপালে চড়চড় করে সর্বক্ষণ।

অধ্যাপকদের অবজ্ঞার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করলাম গবেষণা-পরিষদের সভায়—একমাত্র সুমিতা চক্রবর্তী, আমার তত্ত্বাবধায়ক, তাঁকে তো সমর্থন করতেই হবে, তিনি ছাড়া, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষণা পরিষদের সভাপতি, অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত সমস্ত প্রতিরোধকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। কমলকুমার বিষয়ে রেজিস্ট্রেশন দিতে ঘোরতর আপত্তি তাঁদের সকলের। এই লেখককে নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি দিতে গবেষণা-পরিষদ রাজি না। কীভাবে

সূ চি প ত্র

জীবনী: আহেলী ডেকাডেন্স	১৭
ছোটগল্প: নিরীক্ষার গল্প, গল্পের নিরীক্ষা	১২৩
উপন্যাস: তার লক্ষণ, তার প্রেক্ষা	১৪৯
ঈশ্বরদর্শন, মায়া, তন্ত্র ও অন্তর্জলী যাত্রা	১৭৭
অজস্র আলোর স্তব্ধতা: সুহাসিনীর পমেটম	১৯৯
আলোকের বাস্তবতা: অনিলা স্মরণে	২০৯
পিঞ্জরের কথকতা: পিঞ্জরে বসিয়া শুক	২১৭
খিদের দর্শন: খেলার প্রতিভা	২৪১
শবরীমঙ্গল ও শ্যামনৌকা	২৫৭
ভাষা: কথা ইশারা বটে	২৬৯
কবিতা: কবিতার ইনভার্স: গদ্য	২৯৭
প্রবন্ধ: প্রত্যক্ষর সত্য	৩০৭
নাটক: মানসিকতার লিখিত অপেরা	৩২৭
প্রাণ ও প্রাণিত	৩৩৯
কমলকুমার মজুমদার: রচনাপঞ্জি	৩৬১
কমলকুমার গ্যালারি	৩৭৭

জীবনী: আহেলী ডেকাডেন্স

সুব্রত চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে কমলকুমার লিখেছেন, "আমি গান নাচ আঁকা লেখা সবই দেখিলাম—শুধু রুটিন করিয়া হয় নাই। তাই যা কিছু অন্তরম্ভা হইল। তবে এটা ঠিক আমি একনিষ্ঠ হইতে গিয়াই বানচালিত হইলাম।" (৬.৬.১৯৭১) 'বানচালিত' বলতে কমলকুমার বানচাল + ইত প্রত্যয় যোগে যে অর্থ দাঁড়ায় তাই বলতে চেয়েছেন, বোঝাতে চেয়েছেন শিল্পের এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে ছিটকে গিয়ে তেমন কিছু করতে না পারার কথা। শিল্পের হেন মাধ্যম নেই যাতে কমলকুমার হাত লাগাননি, অথচ ফলের ক্ষেত্রে ফলেছে 'অন্তরম্ভা'। সাহিত্যেও ওই অন্তরম্ভাই হয়েছে—এমনই ইঙ্গিত কিংবা ইশারা কিংবা স্পষ্টতই হতাশা ব্যক্ত করেছেন একান্ত প্রিয়জনকে। নিজের সম্বন্ধে এই জাতীয় মূল্যায়ন কতটা হতাশাজনিত, কতটা অক্ষমতা-জনিত সে সব বিচার করার আগে আমাদের দেখে নিতে হবে 'গান নাচ আঁকা লেখা'-য় কমলকুমার কতটা একনিষ্ঠ ছিলেন বাস্তবিক; নাকি এই জাতীয় হতাশা বা আক্ষেপ কেবলই অক্ষমতা-জনিত দীর্ঘশ্বাস।

কমলকুমারের বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় হতে পারেন রবীন্দ্রনাথ। তফাতটা উভয়ের ক্ষেত্রে এই, রবীন্দ্রনাথ যত্নের সঙ্গে প্রতিভার ফসল ঘরে তুলেছেন, কমলকুমারের ক্ষেত্রে তা কেবল অপচয়। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন বিপুল সম্ভাবনার; ফল ফলবার আগেই সব উৎসাহ নিভে গেছে কিংবা উৎসাহের অভাবে, পরিস্থিতির চাপে, সরে গেছেন অন্য মাধ্যমে। তিনি কি দিতে পারতেন না পারতেন, সে বিচারে না গিয়েও বলা যেতে পারে তিনি এক বিশাল মাপের শিল্পপ্রতিভা, যে-কারণেই হোক তা বিনষ্ট হয়েছে। সামান্যতম যত্নের অভাবে, সামান্যতম পৃষ্ঠপোষণার অভাবে, যত্নের সঙ্গে লেগে না থাকার কারণে বিপুল সম্ভাবনার চারাগাছটি অচিরেই শুকিয়ে গেছে। অসম্ভব জেদ, আর প্রতিভার বেগ কমলকুমারকে সাহিত্যিক বানিয়েছে। সাহিত্যেও কতখানি সফল তাতেও তাঁর সংশয় কম ছিল না। সাহিত্য-শিল্পের সমকাল ব্যতিক্রমকে গ্রহণও করেনি, স্বীকারও করেনি—কমলকুমারের ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটে গেছে।

কমলকুমার তাঁর অসমাপ্ত সৃষ্টির ভেতর কী বিপুল সম্ভাবনার ইশারা দিয়ে গেছেন, সে-সবের আজ কোনো নজির পর্যন্ত নেই,—কিছু মানুষের স্মৃতির ভেতর সে-সব রয়ে গেছে। অচিরেই তা বিলীন হয়ে যাবে। চিত্রকলা, কাঠখোদাই, নাটক, চলচ্চিত্র, সংগীত, লোকশিল্প-সাহিত্য, মন্দির-ভাস্কর্য, ভাস্কর্য, পুরাতত্ত্ব—হেন বিষয়